দৈনিক ইত্তেফাক

FEB 16 2002

# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

❑ সেলিনা হোসেন ❑

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় উন্নীত করার দাবীতে বাঙালি ঢাকার রাজপথে জীবন দিয়েছিলো। মাতৃভাষার জন্য প্রাণদানের ঘটনা এর আগে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ঘটেনি। বাঙালির জন্য এটি একটি গৌরবজনক ঘটনা। এখানে আমাদের শোক আমাদের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন একুশে ফেব্রুয়ারীকে অমর একুশে হিসেবে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত করেছি। এই দিন আমাদেরকে ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করে।

এ দিনটি এখন আমাদের দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছেছে। আমরা বিশ্বের ছোট-বড় সব জাতির সামনে নিজ মাতৃভাষাকে সমুন্নত রাখার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পেরেছি। গৌরবের সঙ্গে বলতে হয় যে, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অমর দিন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশনে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। প্রতি বছর সকল সদস্য রাষ্ট্র ও ইউনেস্কো সদর দফতরে উদযাপন করার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, পৃথিবীজুড়ে প্রায় চার হাজারের মতো মাতৃভাষা আছে। প্রতিটি মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মর্যাদাদানের জন্য একটি দিবস থাকা প্রয়োজন। ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ কানাডায় বসবাসরত 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার অফ দি ওয়ার্ল্ড' নামে একটি বহুভাষী ও বহুজাতিক ভাষাপ্রেমী গ্রুপ

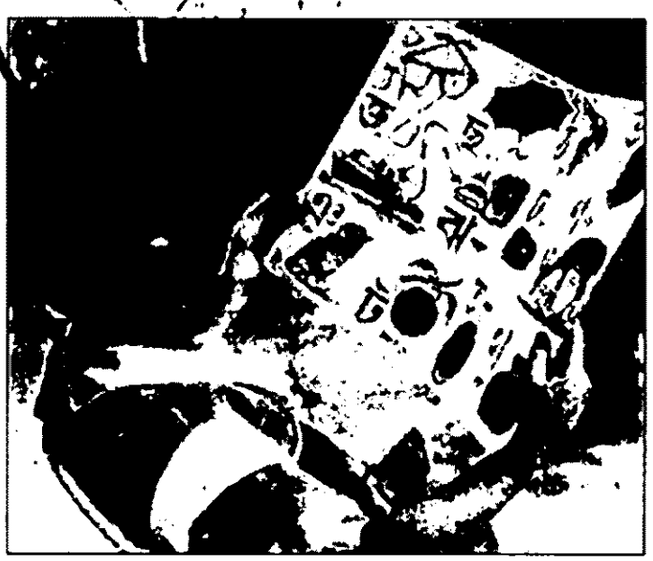

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। এ পত্রে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অসংখ্য জাতি গোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার না করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে, কাউকে মাতৃভাষা ভুলে যেতে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। সেসব ভাষাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে না। এক সময়ে বাংলা ভাষাকেও এই সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিলো বলে তাদের আবেদনে তারা ২১ ফেব্রুয়ারীর পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। বাঙালি ভাষার জন্য যে জীবন দিয়েছিলো সেটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা। সেজন্য ২১ ফেব্রুয়ারীকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে ঘোষণা দিলে প্রতিটি মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত হবে। এ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন দশজন ব্যক্তি। এঁরা হলেনঃ আলবার্ট ভিনজন ও কার্মেন ক্রিস্টোবাল; মাতৃভাষা ফিলিপেনো, জোসন মরিন ও সুসান হজিনস-মাতৃভাষা ইংরেজি; ড. কেলভিন চাও-মাতৃভাষা ক্যান্টনিস; নাসরিন ইসলাম-মাতৃভাষা কাচ্চি; রিনাতে মার্টিনস-মাতৃভাষা জর্মন; অরুণা জোশী-মাতৃভাষা হিন্দি; রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম-মাতৃভাষা বাংলা। মোট সাতটি ভাষার দশজন ব্যক্তি এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাঁদের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মহাসচিবের দফতর থেকে জানানো হয় যে, বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোতে যোগাযোগ করতে হবে। ইউনেস্কোতে যোগাযোগ করলে তারা উক্ত গ্রুপটিকে জানায় যে, এ ধরনের প্রস্তাব ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের যে কোনো জাতীয় কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত হতে হবে। ভাষাপ্রেমী গ্রুপের পক্ষে রফিকুল ইসলাম কানাডার ভ্যাঙ্কুবার থেকে টেলিফোনে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শিক্ষা সচিব বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের মহাসচিবকে অবহিত করেন। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটি ইউনেস্কো সদর দফতরে পেশ করেন। ইউনেস্কোর ২৮টি সদস্যরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রস্তাব লিখিতভাবে সমর্থন করেন। দেশগুলো হলো : বেনিন, বাহামা, বেলারুশ, কমোরুশ, চিলি, ডোমিনিকান, রিপাবলিক, মিসর, গাম্বিয়া, হন্ডুরাস, ইটালি, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, আইভরি কোস্ট, লিথুনিয়া, মালয়েশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, ওমান, ফিলিপাইন, পাপুয়া নিউগিনি, পাকিস্তান, প্যারাগুয়ে, রাশিয়া, শ্রীলংকা, সৌদী আরব, সুরিনাম, শ্লোভাকিয়া ও ভানুয়াতু। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, যে দু'জন বাঙালি বিদেশে বসে একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের নামও সালাম ও রফিক। অমর একুশের ভাষা-শহীদ রফিক এবং সালামের সঙ্গে তাঁদের নামের এই যে সংযোগ সাধন ঘটেছে তা সময়ের ব্যবধানে এক অদৃশ্য বন্ধন। এ বন্ধনকে বাস্তব ভিত্তি দেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটি নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে।

মাতৃভাষা পৃথিবী জুড়ে প্রতিটি নৃতাত্ত্বিক ভাষাগোষ্ঠীর অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীতে অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আছে যারা তাদের মাতৃভাষা ভুলে গেছে কিংবা ভুলতে বসেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজ ক্ষমতার দম্ভে অন্যদের দাবিয়ে রাখতে চায়। পরাশক্তির করাল গ্রাস থেকে রেহাই পায় না নিরীহ, দুর্বল পক্ষ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠা লাভের ফলে এখন থেকে ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা নিজ মাতৃভাষা রক্ষার অধিকার অর্জন করেছে। এখন থেকে কেউ তাদের ভাষার উপর হামলা করতে পারবে না। রক্ষা পাবে প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাষা।

বাঙালির এ মহান গৌরবের ডাক পৌঁছে যাক পৃথিবীর মানুষের ঘরে-ঘরে। সকলের জীবনে সোনালি দিন আসুক, যেন ভাষা হারিয়ে যাওয়ার বেদনায় কাউকে কাঁদতে না হয়। ❑